বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর খসড়া ও সুপারিশ

৩০ ডিসেম্বর, ২০২১

আইন কমিশন
বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন
১৫ কলেজ রোড, ঢাকা -১০০০
ফ্যাক্স : ০২-৯৫৮৮৭১৪
ই-মেইল :info@lc.gov.bd

বিচার কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২

ধারণাপত্র

১. ভূমিকাঃ

বৃটিশ ভারতে আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারপদ্ধতি পরিচালনার জন্যে ও সাক্ষীর মৌখিক ও দাখিলকৃত তথ্যের পরীক্ষণ, অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি, তথ্যের গ্রহণ বা বর্জনের মূল সূত্র, প্রমাণের দায়ভার নির্ণয় এবং বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে The Evidence Act , 1872 (Act No. I of 1872) এর প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ১৫০ বছরের এই পুরনো আইনটি তার যৎসামান্য পরিবর্তন ও সংযোজনসহ প্রচলিত আছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই শতাব্দী প্রাচীন আইনটি দ্বারা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির দ্বারা পরিবর্তিত ও সৃষ্ট অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করা দূরুহ হয়ে পড়ছে যা আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সাক্ষ্য আইনটি দ্বারা তথ্যপ্রযুক্তির ফলে সৃষ্ট সুবিধাসমূহও আদালত কার্যক্রমে ব্যবহার করা সম্ভপর হচ্ছে না। তাছাড়া বর্তমান অতিমারির (Pandemic) সময়ে স্বশরীরে বিচারকার্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে পড়ায় এসংক্রান্তে একটি ব্যবহারিক বা পদ্ধতিগত (Procedural) আইনের প্রয়োজনীয়তাও পরিলক্ষিত হয়। এ পরিস্থিতিতে আইন কমিশন বর্তমানে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের পাশাপাশি বিচার কার্যক্রম সহজীকরণের লক্ষ্যে আরেকটি ব্যবহারিক বা পদ্ধতিগত (Procedural) সাক্ষ্য আইন, যথা বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে।

২. **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ**

বর্তমান পরিবর্তিত আধুনিক যুগে বিভিন্ন কারনে আদালতে বিচারপ্রার্থী, অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের উপস্থিতকরণ ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহ হয়ে পরে, যেমন-

(ক) অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঝুঁকির কারনে আদালতে হাই প্রোফাইল আসামী (High Profile Accused) উপস্থিতকরণ নিরাপদ নয়। এমনকি প্রকাশ্যে প্রিজনভ্যানে গুলি চালিয়ে ও বোমা মেরে আসামিকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটে।

(খ) কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুইটি পৃথক মোকদ্দমায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুইটি পৃথক আদালতে একই দিনে একই ব্যক্তির সাক্ষ্য বা হাজিরা দেবার দিন ধার্য্য থাকে । এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত ব্যক্তিকে যে কোন একটি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রদান বা হাজিরা প্রদান সম্ভপর হয় এবং অপর মোকদ্দমাটি মূলতবী হয়ে যায়।

(গ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোকদ্দমার সাক্ষী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা অতি খরচ ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত সরকারি বেসরকারি চাকুরিজীবি সাক্ষী, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য ও উপস্থিতি খুবই সময় ও খরচ সাপেক্ষ।

(ঘ) সাক্ষী বা মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগন অনেক সময় প্রভাবশালী বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ভয় ভীতি প্রদর্শনের কারনে আদালতে উপস্থিত হতে পারেনা। সেক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য এই আইনটি প্রণয়ন করা আবশ্যক হয়েছে।

(ঙ) বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতা ও সুলভতার কারনে যে কোন ব্যক্তি তার ঘরে অবস্থান করেই মুঠোফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে দেশ বা বিদেশের যে কোন প্রান্তে যোগাযোগে সক্ষম, যা বর্তমান অতিমারির (Pandemic) ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হয়েছে। অফিস, আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতে সক্ষমতাকেও প্রমাণ করেছে।

উপরোক্ত সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার তথা আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণসহ অন্যান্য বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত আইন কমিশন বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর খসড়া প্রণয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৩. প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের সীমাবদ্ধতাঃ

ক. "অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্স (audio-visual conference)", "আদালত প্রান্ত (Court Point)", "ইলেকট্রনিক রেকর্ডস (Electronic Records)", "ইলেকট্রনিক বিন্যাস (Electronic Form) ", "উপাত্ত (Data) ", "কর্তৃপক্ষ (Authority)", "ডিজিটাল সাক্ষ্য (Digital Evidence)", "দলিল (Documents)", "দূরবর্তী প্রান্ত (Remote Point)", "দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি' (Virtual Presence)", "ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence)" সহ অন্যান্য শব্দের সংজ্ঞাসমূহ বিদ্যমান সাক্ষ্য আইনে নেই।

খ. প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে "দূরবর্তী প্রান্ত" হতে সাক্ষ্য বা উপস্থিতি গ্রহন বা প্রদান নিশ্চিতকরণের বিধান নেই।

গ. প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে সাক্ষ্য উপস্থাপন, প্রমাণ বা সাক্ষী ও পক্ষগণের ব্যক্তিগত উপস্থিতি গ্রহণ বা প্রদান নিশ্চিতকরণের বিধানাবলী সময় ও খরচ সাপেক্ষ যা বর্তমান মামলাজটের অন্যতম প্রধান কারণ।

৪. গবেষণা পদ্ধতিঃ

ক. ইতোমধ্যে আইন কমিশন বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছে। এ খসড়া প্রণয়নের পূর্বে সাক্ষ্য আইন ও বিচার কার্যক্রমের সহিত সর্ম্পকিত দেশের প্রচলিত কতক আইনসমূহ পর্যালোচনা করেছে, যেমন ঃ

i. The Evidence Act, 1872 (ACT NO. I OF 1872),

ii. The Prisons Act, 1894 (ACT NO. IX OF 1894)

iii. The Code of Criminal Procedure, 1898, (ACT NO. V OF 1898),

iv. The Prisoners Act, 1900 (ACT NO. III OF 1900),

v. The Code of Civil Procedure, 1908 (ACT NO. V OF 1908),

vi. Civil Rules and Orders, 1935,

vii. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন,২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন),

viii. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) ,

ix. Criminal Rules and Orders (Practice and Procedure of Subordinate Courts), 2009,

x. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন), এবং

xi. আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন)।

তাছাড়া এ সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের আইনসমূহ বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, বেলিজ, কানাডা, যুক্তরাজ্য এর আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে দেশীয় ও বিদেশী গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাথেও মতবিনিময় করা হয়েছে।

খ. প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্তের পর আইন কমিশন মাঠ পর্যায়ের তথ্যদাতাদের সাক্ষাতকার ও মতামত গ্রহণ কার্যক্রম শুরু করে । ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা, আইনজীবী সমিতির সাথে মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

গ. আইন কমিশন হতে মাঠপর্যায়ে প্রস্তাবিত খসড়া আইনটির প্রায়োগিক সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমের চলমান অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার জেলা কারাগার ও জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথেবর্তমান বিচার কার্যক্রমে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতবিনিময় সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঘ. প্রস্তাবিত এই খসড়া আইন সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জেলা জজ ও অন্যান্য বিচারকগণ, আইনজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অংশীজনদের (Stake Holders) সমন্বয়ে মতবিনিময় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ঙ. আইন কমিশন প্রস্তাবিত এই খসড়া আইন সম্পর্কিত বিষয়ে বিগত ৩১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের সকল জেলা জজ আদালতসহ বিভিন্ন আইন শৃংখলা রক্ষকারী দপ্তর ও কারা অধিদফতরে মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ করে। এর প্রেক্ষিতে সিনিয়র জেলা জজ, সিলেট ; মহানগর দায়রা জজ, সিলেট; জেলা জজ, টাঙ্গাইল; সিনিয়র জেলা জজ, খুলনা ; সিনিয়র জেলা জজ, যশোর ; মহানগর দায়রা জজ, রাজশাহী; জেলা জজ, মেহেরপুর ; জেলা জজ, নাটোর; জেলা জজ, সুনামগঞ্জ ; জেলা জজ, সিরাজগঞ্জ ; জেলা জজ, রংপুর ; সহকারী জজ, পাবনা; সিনিয়র জেলা জজ, কুমিল্লা ; জেলা জজ, লক্ষ্মীপুর ; জেলা জজ, ভোলা ; সিনিয়র জেলা জজ, গাইবান্ধা ; সিনিয়র সহকারি জজ, দিনাজপুর; সিনিয়র জেলা জজ, দিনাজপুর ; সিনিয়র জেলা জজ, বরিশাল ; জেলা জজ, ঝিনাইদহ ; কারা অধিদপ্তর, ঢাকা; এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, সি আই ডি, বাংলাদেশ পুলিশ আইন কমিশনে প্রস্তাবিত আদালতে বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২১ এর খসড়া সম্পর্কে তাদের মতামত প্রেরণ করেন। উক্ত মতামতসমূহ প্রস্তাবিত খসড়া আইনটিকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

৫. প্রস্তাবিত গবেষণা উদ্ভূত ফলাফলের তাৎপর্যঃ

ক. "দূরবর্তী প্রান্ত (Remote Point)" হতে সাক্ষ্য বা উপস্থিতি গ্রহণ বা প্রদান নিশ্চিতকরণের বিধান থাকায় এই খসড়া সাক্ষ্য আইন সময় ও খরচ কমিয়ে বর্তমান মামলাজট কমানোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

খ. অত্র খসড়া আইনে বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ক শব্দসমূহ যেমন "অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্স (audio-visual conference)", "আদালত প্রান্ত (Court Point)", "ইলেকট্রনিক রেকর্ড (Electronic Records)", "ইলেকট্রনিক বিন্যাস (Electronic Form) ", "উপাত্ত (Data) ", "কর্তৃপক্ষ (Authority)", "ডিজিটাল

সাক্ষ্য (Digital Evidence)", "দলিল (Documents)", "দূরবর্তী প্রান্ত (Remote Point)", "দৃশ্যমান উপস্থিতি' (Virtual Presence)", "ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence)" সহ অন্যান্য শব্দের সংজ্ঞাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করায় বর্তমান আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করবেবলে আশা করা য়ায়।

গ. এই খসড়া সাক্ষ্য আইন সামগ্রিক বিচারিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ঘ. এই সাক্ষ্য আইন সাক্ষী, বিচারক, অভিযুক্ত, আসামী ও মামলার পক্ষ এবং দলিল দস্তাবেজের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

ঙ. এই সাক্ষ্য আইন আদালত কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের পথ সুগম করবে বলে কমিশন আশা করে।

৬. প্রস্তাবিত আইনের বিশদ বর্ণনাঃ

প্রস্তাবিত খসড়া বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ এ মোট ১০ (দশ) টি অধ্যায় ও ৩১ (একত্রিশ) টি ধারা রয়েছে।

ক. প্রারম্ভিক শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে মোট ৪ (চার) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ১ ধারা থেকে ৪ ধারা পর্যন্ত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন , সংজ্ঞাসমূহ ("অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্স (audio-visual conference)" , "আদালত (court)" ,"আদালত প্রান্ত (Court Point)", "ইলেকট্রনিক রেকর্ড (Electronic Records)", "ইলেকট্রনিক বিন্যাস (Electronic Form) ", "উপাত্ত (Data) ", "কর্তৃপক্ষ (Authority)", "ডিজিটাল সাক্ষ্য (Digital Evidence)", "দলিল (Documents)", "দূরবর্তী প্রান্ত (Remote Point)", "দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি' (Virtual Presence)", "ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence)"),

"মোকদ্দমা" ,আইনের প্রাধান্য এবং আইনের অতিরাষ্ট্রিক (Extra Territorial) প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. দূরবর্তী প্রান্ত শিরোনামে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মোট ৩ (তিন) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ৫ ধারা থেকে ৭ ধারা পর্যন্ত দূরবর্তী প্রান্ত নির্ধারণ, দূরবর্তী প্রান্তের সুবিধাদি এবং দূরবর্তী প্রান্ত আদালতের অংশ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ. ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণ শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ে মোট ৮ (আট) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ৮ ধারা থেকে ১৫ ধারা পর্যন্ত ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা, মোকদ্দমায় দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি ও ব্যক্তিগত উপস্থিতি, আবেদন, আবেদন পত্র ,প্রয়োজনীয়তা যাচাই, সমন, আদালতের বিশেষ এখতিয়ার এবং আদালতের কার্যক্রম প্রকাশে বাধা নিষেধ ও শাস্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ. দলিলাদি প্রমাণের পদ্ধতি শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে ১ (এক) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ১৬ ধারায় দলিলাদি প্রমাণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঙ. সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ ও অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে মোট ২ (দুই) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ১৭ এবং ১৮ ধারায় সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের তারিখ ও সময় নির্ধারণ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিশেষ আইনী অধিকার (privileged communication) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চ. আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি শিরোনামে ষষ্ঠ অধ্যায়ে মোট ৩ (তিনটি) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ১৯ ধারা থেকে ২১ ধারা পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ, দূরবর্তী প্রান্তের গৃহীত সাক্ষ্যের সংরক্ষণ এবং সাক্ষ্যের নকল বা অনুলিপি প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছ. আদালতের কার্যক্রমে আইনজীবীর অংশগ্রহণ ও বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য প্রদান শিরোনামে সপ্তম অধ্যায়ে মোট ২ (দুই) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২২ এবং ২৩ ধারায় আদালতের কার্যক্রমে আইনজীবীর অংশগ্রহণ এবং বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

জ. আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সনাক্তকরণ এবং শপথ গ্রহণ শিরোনামে অষ্টম অধ্যায়ে মোট ৩ (তিনটি) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২৪ ধারা থেকে ২৬ ধারা পর্যন্ত সনাক্তকরণ, মিথ্যা পরিচয়দানকারী (false personation) বা জাল জলিল (false or forged documents) এবং শপথ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঝ. আদালত, কারাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন শিরোনামে নবম অধ্যায়ে মোট ২ (দুই) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২৭ এবং ২৮ ধারায় তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঞ. বিবিধ শিরোনামে দশম অধ্যায়ে মোট ৩ (তিন) টি ধারা রয়েছে। এই অধ্যায়ে ২৯ ধারা থেকে ৩১ ধারা পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা এবং ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. উপসংহারঃ

বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২২ বর্তমান আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্নমুখী ব্যবহারের দ্বারা বিচার ব্যবস্থায় আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

আইন কমিশনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারনে বর্তমানে আদালতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিচার কার্যক্রম চলমান আছে এরূপ কোন আধুনিক রাষ্ট্রে পরিদর্শন করে তা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা সম্ভপর হয়নি। এর প্রেক্ষিতে এই খসড়া আইনে প্রায়োগিক কিছু ভুল পরিলক্ষিত হবার সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সেইক্ষেত্রে এই খসড়া আইনটিকে একটি

Test Case হিসাবে বাস্তবায়ন করা হলে প্রায়োগিক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ করে আইনটিকে ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভপর হবে ।

এই খসড়া আইন বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে সহজলভ্য, স্বল্পব্যয়ী, দ্রুত ও আধুনিক করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে , যা কিনা বর্তমান সরকারের *"রূপকল্প ৪১"* বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত।

এই খসড়া আইন প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিচারক, বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালা করা হয়। এই আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে (তালিকা সংযুক্ত)।

স্বাঃ-

বিচারপতি এ. টি. এম ফজলে কবির
সদস্য
আইন কমিশন

স্বাঃ-

বিচারপতি এ. বি. এম. খায়রুল হক
চেয়্যারম্যান
আইন কমিশন

বিচার কার্যক্রমে *তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার* আইন, ২০২২

(২০২২ সনের ..... নং আইন)

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ ও বিচার কার্যক্রম পরিচালনায় নিমিত্ত প্রণীত আইন

যেহেতু আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা আদালত ও দূরবর্তী প্রান্তে সাক্ষ্য গ্রহণসহ বিচার কার্যক্রম সহজীকরণ কল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন *বিচার কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি* ব্যবহার আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে;

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে;

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে ও এই আইনের ৪ ধারার বিধান অনুসারে অতিরাষ্ট্রিক (Extra Territorial) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **"অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্স** (Audio-Visual Conference)" অর্থ আদালত কক্ষ হইতে দূরবর্তী কোন স্থানে অবস্থানরত মোকদ্দমার কোন পক্ষ, সাক্ষী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (Victim), আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ এবং মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া অডিও-ভিজ্যুয়াল সংযোগের মাধ্যমে আদালতের যে কোন বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ;

(২) **"আদালত** (Court)" অর্থ সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল।

(৩) "**আদালত প্রান্ত** (Court Point)" অর্থ সংশ্লিষ্ট বিচার আদালত যেখানে সাক্ষ্যগ্রহণসহ যাবতীয় বিচার কার্যক্রম চলমান আছে;

(৪) "**ইলেকট্রনিক রেকর্ডস** (Electronic Records)" অর্থ কোন তথ্য, উপাত্ত, বার্তা, কোনো ঘটনার ধারণকৃত স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র, টেলিফোন বা মুঠোফোনের (Cell Phone or Mobile Phone) কোন অ্যাপসের মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে কথোপকথনের ও যোগাযোগের অডিও রেকর্ড, যাহা কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাস (Electronic Form), মাইক্রোফিল্ম (Micro Film) বা কম্পিউটারে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সংরক্ষিত, সংগৃহিত বা প্রেরিত হইয়াছে ;

(৫) "**ইলেকট্রনিক বিন্যাস** (Electronic Form) " অর্থ কোন তথ্যের ক্ষেত্রে কোন মিডিয়া (Media), ম্যাগনেটিক (Magnetic), তারহীন (Wireless), অপটিক্যাল (Optical), কম্পিউটার স্মৃতি (Computer Memory), মাইক্রোফিল্ম (Micro Film), কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত মাইক্রোচিপ (Computer Microchip) বা অনুরূপ অন্য যে কোন যন্ত্র বা কৌশলের মাধ্যমে কোন তথ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ, আদান ও প্রদান করা;

(৬) "**উপাত্ত** (Data) " অর্থ যে কোন তথ্য, ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান, ঘটনা, নির্দেশাবলি যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট (Computer Printout), ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া (Magnetic or Optical Storage Media), পাঞ্চকার্ড (Punch Card), পাঞ্চ টেপ (Punch Tape) সহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাত এবং সংরক্ষণ;

(৭) "**কর্তৃপক্ষ** (Authority**)**" অর্থ সকল সরকারি ও বেসরকারি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ও কারা কর্তৃপক্ষ ;

(৮) "**ডিজিটাল সাক্ষ্য** (Digital Evidence)" অর্থ অডিও-ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে গৃহীত বা প্রদত্ত সাক্ষ্য;

(৯) "**দলিল** (Documents)" অর্থ The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এ বর্ণিত দলিলাদিসহ ইলেকট্রনিক বিন্যাসের (Electronic Form) মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত তথ্য, উপাত্ত, উপাত্ত হইতে ছায়ালিপি (Photocopy or Print Out) ইত্যাদি ইলেকট্রনিক রেকর্ড সমূহ;

(১০) "**দূরবর্তী প্রান্ত** (Remote Point)" অর্থ অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে মোকদ্দমার কোন পক্ষ, সাক্ষী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (Victim), আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ অথবা মোকদ্দমার সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কোন ব্যক্তি আদালতের বাহিরে দূরবর্তী যেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সংশ্লিষ্ট আদালত কক্ষে চলমান কোন বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে সেই স্থান;

(১১) "**দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি** (Virtual Presence)" অর্থ অডিও-ভিডিও কনফারেন্স বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন আদালতে স্ব-শরীরে উপস্থিত না থাকিয়াও বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

(১২) "**ব্যক্তিগত উপস্থিতি** (Personal Presence)" অর্থ কোন আদালতে ব্যক্তিগত বা শারীরিকভাবে সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;

(১৩) "**মোকদ্দমা**" অর্থ সকল প্রকার দেওয়ানি, ফৌজদারি, ও সালিশ প্রকৃতির যে কোন বিরোধ বা অপরাধ সংক্রান্তে বা নিষ্পত্তিতে উপযুক্ত আদালতে আইনী লড়াই।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অত্র আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

আইনের অতিরাষ্ট্রিক (Extra Territorial) প্রয়োগ

৪। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণ বা মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট যে কোন কার্যক্রম যদি এই আইনের অধীনে বাংলাদেশে অবস্থিত আদালতে পরিচালনা করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি (Virtual Presence) বাংলাদেশে অবস্থিত আদালত কক্ষে তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence) হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দূরবর্তী প্রান্ত

দূরবর্তী প্রান্ত নির্ধারণ

৫। আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনীয় অডিও-ভিডিও কনফারেন্সের সুবিধাদি থাকা সাপেক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জেলা আইন সহায়তা কার্যালয় (District Legal Aid Office), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, কারাগার, সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং দেশের বাহিরে দুতাবাস, কনস্যুলেট কার্যালয় অথবা দুতাবাস বা কনস্যুলেট কর্তৃক নির্ধারিত স্থান দূরবর্তী স্থান হিসাবে গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত এই যে, উক্ত স্থানসমূহ দূরবর্তী স্থান হিসাবে গণ্য করিবার পূর্বে আদালত অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রধান হইতে প্রাপ্ত সক্ষমতা সনদ যাচাই করিবে।

দূরবর্তী প্রান্তের সুবিধাদি

৬। ৫ ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত প্রতিটি দূরবর্তী স্থানে একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল শুনানী কক্ষ (Audio-Visual Hearing Room) এবং আরেকটি সাক্ষী কক্ষ (Witness Waiting Room) নিশ্চিত করিতে হইবে।

দূরবর্তী প্রান্ত আদালতের অংশ

৭। (১) ৫ ধারার বর্নিত দূরবর্তী প্রান্ত আদালতের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) দূরবর্তী প্রান্তে অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে চলমান বিচারকালে সংশ্লিষ্ট পক্ষ, ক্ষেত্রমতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষী (তবে একত্রে নয়) ব্যতীত অনুনোমোদিত অপর কোন ব্যক্তি অডিও-ভিজুয়্যাল শুনানি কক্ষে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণ

ইলেকট্রনিক রেকর্ডের গ্রহণযোগ্যতা

৮। এই আইনের ২ ধারার (৪) উপধারায় উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক ইলেকট্রনিক রেকর্ডসমূহ যে কোন মোকদ্দমার বিচার ও বিচার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে ঃ

তবে, আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে স্বয়ং কিংবা কোনপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ইলেকট্রনিক রেকর্ডসমূহের নির্ভরযোগ্যতা নিরুপণের নিমিত্ত বিশেষজ্ঞ মতামত (Expert Opinion) গ্রহণ করিতে পারিবে।

মোকদ্দমায় দৃশ্যমান /কার্যত উপস্থিতি ও ব্যক্তিগত উপস্থিতি

৯। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে কোন মোকদ্দমার পক্ষ, অভিযুক্ত ব্যক্তি, সাক্ষী বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ অর্থাৎ "দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি (Virtual Presence)" তাহার "ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence)" হিসাবে গণ্য হইবে।

উদাহরণ- একটি ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত আসামী 'ক' কে দূরবর্তী প্রান্ত টাঙ্গাইল কারাগারে জেল হাজতে রাখা হয়েছে। অডিও-ভিজুয়্যাল কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ক' দূরবর্তী প্রান্ত টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের অডিও-ভিজুয়্যাল শুনানি কক্ষে উপস্থিত থাকিয়া আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিলে উহা তাহার "ব্যক্তিগত উপস্থিতি (Personal Presence)" হিসাবে গণ্য হইবে।

আবেদন

১০। মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট পক্ষ, সাক্ষী, অভিযুক্ত ব্যক্তি, আইনজীবী, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (Victim), সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ অথবা কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সযোগে তাহার দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বক্তব্য বা অন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

আবেদনের শর্তাবলী

১১। ১০ ধারায় উল্লেখিত উক্ত আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে-

(১) মোকদ্দমার কোন পক্ষ অথবা সাক্ষী বা তাহাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের ০৭ (সাত) কার্যদিবস বা যুক্তিগ্রাহ্য সংক্ষিপ্ত সময় পূর্বে আবেদন করিতে হইবে;

(২)আবেদনে অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে উপস্থিতি অথবা সাক্ষ্য গ্রহণের সুনির্দিষ্ট কারণসহ নিম্নোক্ত বিষয়াদি উল্লেখ করিতে হইবে-

(ক) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সনাক্তকরণের সুবিধার্থে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID), মুঠোফোন নম্বর (Mobile Phone Numbers) ও ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) সহ দূরবর্তী প্রান্তের টেলিফোন নম্বর, ই-মেইল আইডি সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে; অথবা

(খ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা আবেদনের সহিত একটি পাসপোর্ট আকারের ছবিযুক্ত করিয়া জন্ম নিবন্ধন সনদ (Birth Registration Certificate) বা আয়কর সনদ (TIN certificate) সংযুক্ত করিয়াও আবেদন করা যাইবে;

(৩) দূরবর্তী প্রান্ত হইতে কোন সাক্ষী বা বিশেষজ্ঞ সাক্ষীকে কোন দলিলাদি বা প্রতিবেদনের সাক্ষী হিসাবে আদালতে উপস্থাপন করিবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত দরখাস্তের সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে এবং আদালতের মাধ্যমে উক্ত কাগজাদি সমনের সহিত তাহার নিকট নির্ধারিত তারিখের পূর্বে পৌছাইতে হইবে ;

(৪) আইনি হেফাজতে বা কারাগারে আটক অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীর দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতি নিশ্চিত করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কিংবা উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষী নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে উপযুক্ত

কর্তৃপক্ষের বা সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবে ।

প্রয়োজনীয়তা যাচাই

১২। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর উপস্থিতি বা সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ তখনই প্রদান করিবে যখন আদালত এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে-

(ক) উক্তরুপ উপস্থিতি অথবা সাক্ষ্য গ্রহণ ন্যায় বিচারের স্বার্থে আবশ্যক;

(খ) তাহা যৌক্তিকরূপে পালনযোগ্য; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ অথবা নিয়োজিত আইনজীবীকে অবগত করা হইয়াছে।

সমন

১৩। ১১ ধারায় উল্লেখিত আবেদন মঞ্জুর হইলে আদালত আবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগনকে সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সংযুক্ত করিয়া সমন প্রেরণ করিবে; তবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালত উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে দরখাস্তে উল্লেখিত ই-মেইল আইডি মারফতও সমন প্রেরণ করিতে পারিবে।

আদালতের বিশেষ এখতিয়ার

১৪। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আদালত যে কোনো মোকদ্দমায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সকল পক্ষ বা তাহাদের নিয়োজিত আইনজীবীকে নোটিশ প্রদান করিয়া অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে হাজিরা বা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ।

আদালতের কার্যক্রম প্রকাশে বাধা নিষেধ ও শাস্তি

১৫। (১) অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণকালে আদালত ব্যতিত কোন পক্ষ বা অন্য কোন ব্যক্তি তাহা রেকর্ড করিতে পারিবে না ও তাহা কোন মাধ্যমে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

(২) এই বিধান লঙ্ঘন করিলে আদালত কর্তৃক উক্ত লঙ্ঘনকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

দলিলাদি প্রমাণের পদ্ধতি

দলিলাদি প্রমাণ

১৬। কোন মোকদ্দমায় অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের সময় দলিলাদি প্রমাণের ক্ষেত্রে আদালত প্রান্তের দলিলাদি ডিজিটাল প্রযুক্তি মারফত দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীকে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উক্তরূপে প্রদর্শিত যে কোন দলিল আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইবে ঃ

শর্ত এই যে, উক্তরূপে প্রদর্শিত হইবার পূর্বে ডাকযোগে অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ই-মেইলযোগে সমনের সহিত প্রেরিত উক্ত দলিলের কপিসমূহ সংশ্লিষ্ট সাক্ষী তাহার সাক্ষ্য প্রদানের সময় উহা সঙ্গে লইয়া আসিবে এবং আদালত প্রান্ত হইতে ডিজিটাল প্রযুক্তি মারফত প্রদর্শিত দলিলাদির সহিত মিলাইয়া লইয়া উক্ত দলিল বা প্রতিবেদন (Opinion or Report) অভিন্ন মর্মে ঘোষনা প্রদান করিতে পারিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ ও অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার

তারিখ ও সময় নির্ধারণ

১৭। কোন মোকদ্দমায় অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিশেষ অধিকার

১৮। (১) কোন মোকদ্দমায় অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য বা বক্তব্য গ্রহণের সময় দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিয়োজিত আইনজীবীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিবার ও আদালত প্রান্ত বা দূরবর্তী প্রান্তে গৃহীত সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিবার এবং আইনজীবীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনে নিজে জেরা করিবার সুযোগ তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

উদাহরণ- একটি হত্যা,ধর্ষণ ও ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত দুর্ধর্ষ আসামী 'ক' কে দূরবর্তী প্রান্ত গাজীপুরস্থ কাশিমপুর কারাগারে জেল হাজতে রাখা হয়েছে । প্রিজনভ্যানে করে আনয়নের সময় 'ক' এর দলের অন্যান্য পলাতক আসামীরা তাহাকে পথে ছিনতাই করার চেষ্টা করে, এ কারণে তাহাকে আদালতে আনয়ন করাটাও বিপদজ্জনক। অথচ মামলার শুনানির সময় তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ করিবার আইনগত অধিকার তাহার রহিয়াছে। এমত পরিস্থিতিতে এই ধারার আওতায়, কাশিমপুর কারাগারে অবস্থান করিয়া মামলায় তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্য শ্রবণ এবং তাহার আইনজীবীর মাধ্যমে বা প্রয়োজনে নিজে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে জেরা করিয়া 'ক' শুনানিতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

উক্ত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা 'খ' দূরবর্তী প্রান্ত চট্টগ্রামে অবস্থান করে এবং অপর সাক্ষী 'গ' আদালত প্রান্ত, ঢাকায় অবস্থান করে। উক্ত মামলায় অডিও-ভিজুয়্যাল কনফারেন্সের মাধ্যমে 'খ' ও 'গ' এর সাক্ষ্য গ্রহণকালে দূরবর্তী প্রান্ত কাশিমপুর কারাগারে অবস্থানকারী অভিযুক্ত 'ক', আদালত প্রান্তে উপস্থিত তাহার আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করা, তাহাকে নির্দেশনা প্রদানসহ অপর দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত 'খ' এবং আদালত প্রান্ত ঢাকায় উপস্থিত 'গ' এর সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ ও বক্তব্য শ্রবণসহ আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনী হেফাজতে থাকাকালে ১৮ ধারার (১) উপধারার সুবিধাদিসহ সংশ্লিষ্ট মামলায় সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্টেট ডিফেন্স বা বিধিমোতাবেক লিগ্যাল এইড এর সুবিধা প্রাপ্ত হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীর সহিত তাহার আইনজীবীর গোপনীয় পরামর্শ বিশেষাধিকার প্রাপ্ত যোগাযোগ (Privileged Communication) বলিয়া গণ্য হইবে যাহা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) উক্তরূপ বিশেষাধিকার প্রাপ্ত যোগাযোগ (Privileged Communication) সরকার কর্তৃক বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য গ্রহণের পদ্ধতি

সাক্ষ্য গ্রহণ

১৯। আদালত অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপান্তে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যের স্ক্যান কপি (Scan Copy) দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সাক্ষীর নিকট প্রেরণ করিলে উক্ত সাক্ষী উহার শুদ্ধতা স্বীকারে করিয়া স্বাক্ষর করিলে পুনরায় উহার স্ক্যান কপি (Scan Copy) আদালতে প্রেরণ করিবে। তৎপর আদালত উহাতে " সাক্ষীর সাক্ষ্য দৃশ্যমান বা কার্যত উপস্থিতির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে" মর্মে প্রত্যয়নপূর্বক স্বাক্ষর করিবে, যাহা সাক্ষ্যের মূল কপি হিসাবে গণ্য হইবে।

দূরবর্তী প্রান্তে গৃহীত সাক্ষ্যের সংরক্ষণ

২০। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন সমাপান্তে লিপিবদ্ধকৃত সাক্ষ্যের স্ক্যান কপি (Scan Copy) সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণান্তে উহার পুনরায়কৃত স্ক্যান কপি (Scan Copy) আদালতে প্রেরণের পর উহার মুদ্রিত সংস্করণ (Hard Copy) সিলগালাপূর্বক দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিশেষ বার্তাবাহক মারফৎ আদালতের নিকট প্রেরণ করিবে এবং আদালত উহা খামসহ মূল নথির সহিত সংযুক্ত রাখিবে।

সাক্ষ্যের নকল বা অনুলিপি প্রদান

২১। ১৯ ধারায় উল্লেখিত অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষ্যের মূল কপি হইতে প্রচলিত বিধিবিধান মোতাবেক নকল বা অনুলিপি প্রদান করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

আদালতের কার্যক্রমে আইনজীবীর অংশগ্রহণ ও বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য প্রদান

আদালতের কার্যক্রমে আইনজীবীর অংশগ্রহণ

২২। বাংলাদেশে আইন পেশায় নিয়োজিত ও মোকদ্দমার পক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত কোন আইনজীবী অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালত প্রান্ত অথবা দূরবর্তী প্রান্ত হইতে সংশ্লিষ্ট বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য

২৩। The Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর ৪৫ ধারায় উল্লেখিত কোনো বিশেষজ্ঞ অডিও-ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালত প্রান্ত অথবা দূরবর্তী প্রান্ত হইতে সংশ্লিষ্ট বিচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

আদালতের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির সনাক্তকরণ এবং শপথ গ্রহণ

সনাক্তকরণ

২৪। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীকে এই আইনের ১০ ধারায় উল্লিখিত দরখাস্তের একটি কপিসহ দূরবর্তী প্রান্তে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে তাহার দৃশ্যমান উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে এবং তাহাকে উপস্থাপনকারীপক্ষ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ দূরবর্তী প্রান্ত হইতে আদালতের সন্তুষ্টিক্রমে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীকে সনাক্ত করিবে।

মিথ্যা পরিচয়দানকারী (False Personation) and জাল জলিল (False or Forged Documents)

২৫। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালত কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষী মিথ্যা পরিচয়দানকারী (False Personation) বা জাল দলিল (False or Forged Documents) দাখিল করিবার অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হইলে সংশ্লিষ্ট আইন অনুসারে তাহাকে বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে।

শপথ গ্রহণ

২৬। অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্যগ্রহণের পূর্বে দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সাক্ষীকে উক্ত স্থান হইতে অডিও-ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে আদালত প্রান্তে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুসারে শপথ বাক্য পাঠ করাইতে হইবে ।

নবম অধ্যায়

আদালত, কারাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা ও সরঞ্জামাদি স্থাপন

তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৭। সরকার অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্স এর মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির বা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আদালত প্রান্তে ও দূরবর্তী প্রান্তে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাহাতে-

(ক) আদালত প্রান্তে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষগনসহ ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে অথবা সাক্ষ্য প্রদানকালে সাক্ষীকে প্রত্যক্ষ করিতে ও তাহার বক্তব্য শ্রবন করিতে পারে;

(খ) দূরবর্তী প্রান্তে উপস্থিত অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষী আদালত প্রান্তে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে অথবা সাক্ষ্য প্রদানকালে সাক্ষীকে প্রত্যক্ষ করিতে ও তাহার বক্তব্য শ্রবন করিতে পারে ও আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে তার সহিত যোগাযোগ করিতে সক্ষম হয়।

তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ

২৮। (১) অডিও-ভিজ্যুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষীর দৃশ্যমান উপস্থিতি অথবা দৃশ্যমান উপস্থিতির মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই আদালত প্রান্তে ও দূরবর্তী প্রান্তে স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাদি সচল ও কার্যকর রহিয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট আদালতকে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(২) আদালত দূরবর্তী প্রান্তে আদালতের কার্যক্রম রেকর্ড করিবার ব্যবস্থামুক্ত রহিয়াছে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ আদালতকে নিশ্চিত করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেকর্ড করিতে না পারার যন্ত্র (Record Jammer) স্থাপন করিবে।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

বিচারাধীন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা

২৯। বর্তমানে বিচারাধীন সকল মোকদ্দমার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) ২৭ ধারার (১) উপ-ধারার অধীনে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিতে পারিবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ

৩১। (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আইনটির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে;

(৩) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।